টিআইবি

নিউজলেটার

দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ মার্চ ২০০১

সম্পাদকীয়

নির্বাচনে চাই স্বচ্ছতা

দেশ ও জাতির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগামী সংসদ নির্বাচন জাতীয় জীবনে বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রেক্ষাপটে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই নির্বাচনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর। নির্বাচন ব্যর্থ হলে গণতন্ত্রও ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি রয়েছে। এখন প্রয়োজন তাকে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দৃঢ় করা।

জনগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি সংবিধানে যুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে। তিন মাস মেয়াদী তত্ত্বধায়ক সরকারের পক্ষে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর, এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। প্রার্থীদের দায়িত্ব রয়েছে এবং সর্বশেষ এলাকাবাসী এবং জনগণেরও দায়িত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক সরকার ও বিরোধী দল একজোট হয়ে নির্বাচন পূর্ব ঐক্যমতে না পৌঁছলে নির্বাচন কখনই অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে না।

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা, যা হতে হবে হাল নাগাদ ও সংশোধিত। নির্বাচনের পূর্বে পুলিশ যদি চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করে তাহলে নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। নির্বাচনী সহিংসতাকে প্রতিহত করার জন্য কঠোর আইনের বিধান করা যেতে পারে। মিডিয়ার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী আইনের কঠোর দিকগুলো এবং ভোটাররা যাতে অধিক হারে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এ দিকগুলো গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

টিআইবি আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে একটি রিপোর্ট কার্ড জরিপ চালানোর পরিকল্পনা করেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার যে ছয়টি থানায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সিসিসি) গঠিত হয়েছে সেসব এলাকায় এ জরিপ চালানো হবে। এতে প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাঁদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতাসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, অতীত কার্যক্রম, অতীতের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং তা পূরণ, ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে একটি প্রচারপত্রে সব প্রার্থীদের সম্পর্কে এই তথ্য ও বক্তব্য ভোটারদের মধ্যে প্রচার করে প্রার্থীদের একই মঞ্চে সমবেত করে পরিচিতি সভার আয়োজনেরও পরিকল্পনা আছে। টিআইবি মনে করে সাধারণ জনগণ এতে উত্তম প্রার্থী নির্বাচনের একটি সুযোগ পাবে।

ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা, নির্বাচনী ব্যয় সীমিত রাখা, সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি, ভোটারদের ব্যাপকহারে অংশ গ্রহণ নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থ খরচ করে যাতে কোনো রাজনৈতিক দল, শক্তি, গোষ্ঠী, প্রশাসন ও পুলিশকে নিজ স্বার্থে নির্বাচনে ব্যবহার করতে না পারে, সে ব্যাপারে সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।